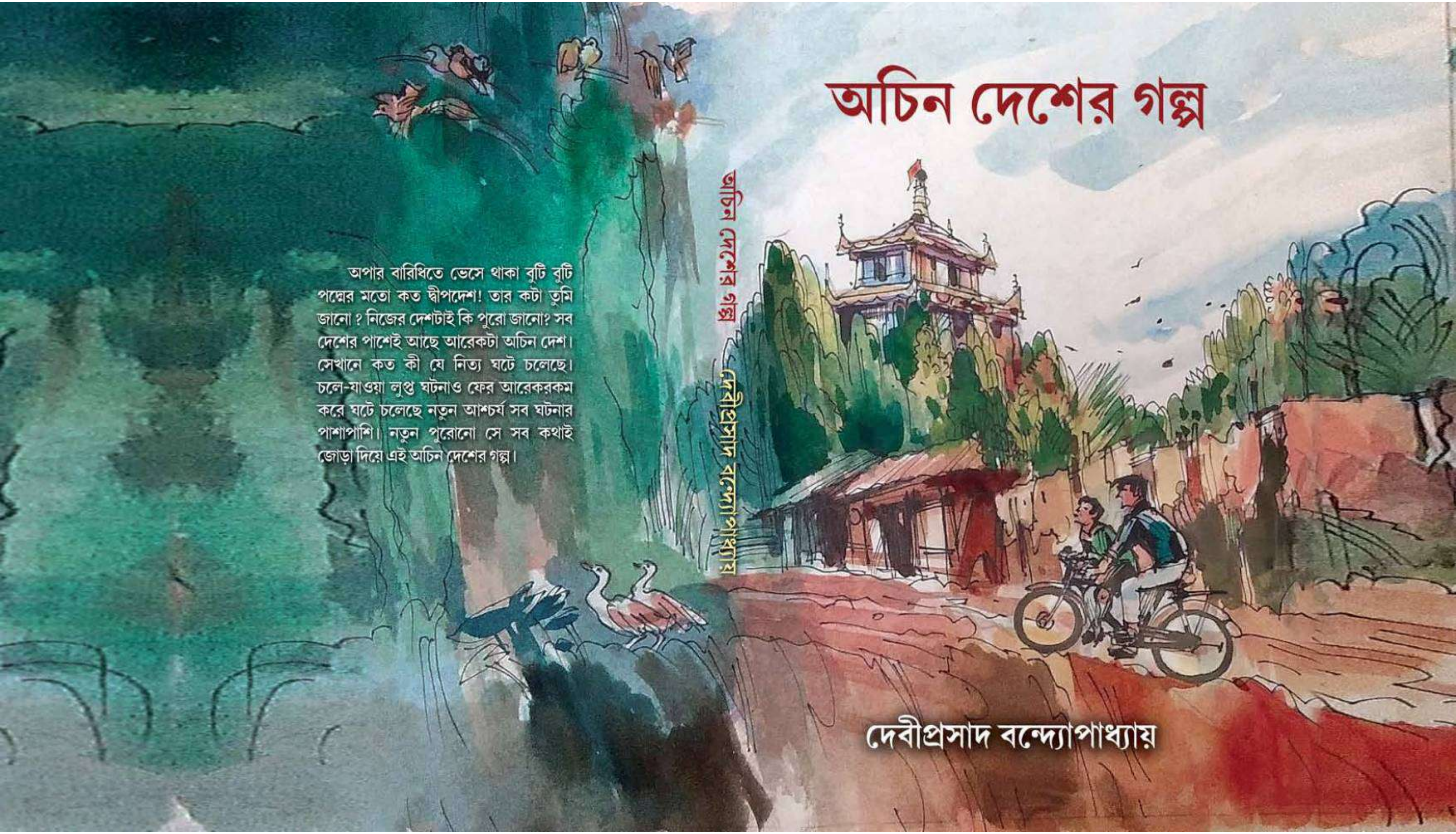
অপার বারিধিতে ভেসে থাকা বুটি বুটি পদ্মের মতো কত দ্বীপদেশ! তার কটা তুমি জানো ? নিজের দেশটাই কি পুরো জানো? সব দেশের পাশেই আছে আরেকটা অচিন দেশ। সেখানে কত কী যে নিত্য ঘটে চলেছে। চলে-যাওয়া লুপ্ত ঘটনাও ফের আরেকরকম করে ঘটে চলেছে নতুন আশ্চর্য সব ঘটনার পাশাপাশি। নতুন পুরোনো সে সব কথাই জোড়া দিয়ে এই অচিন দেশের গল্প।
অচিন দেশের গল্প
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
অচিন দেশের গল্প
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থমালা-৬

অচিন দেশের গল্প

অচিন দেশের গল্প

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শামা

ACHIN DESHER GALPA
A collection of Stories for young adults
by Deviprasad Bandyopadhyaya
Distributed by
The Shee Book Agency
201A,Muktarambabu Street, Kolkata 700007, Mobile 9874168470
thesheebookagency@gmail.com

স্বত্ব : বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায় রঞ্জা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৪

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ চন্দন বৈতালিক

শামা-র পক্ষে ৮০ গঙ্গাপুরী, পূর্ব পুটিয়ারী, কলকাতা- ৭০০০৯৭ থেকে
রঞ্জা বন্দ্যোপাধ্যায় (৯১২২৩৩৩৪৩৩/৯৯০৩০৪৭৩৮৮) কর্তৃক প্রকাশিত এবং
কমলা প্রেস, ২০৯এ, বিধান সরণী, কলকাতা- ৭০০০০৬ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য তিনশো টাকা

উৎসর্গ

অশোক দত্ত চৌধুরী

সূচীপত্র

মাধুকাকার গল্প ৯

পার্কের কোণার সেই বাড়িটা ২১

ঝুরি নামা গাছ ৩৭

অচিন দেশের রূপকথা ৪৬

ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি ৬০

মণিরামবাবু ৬৯

খারিজ কলোনি ৮০

হবুচন্দ্র রাজার নতুন গল্প ৯২

চোরেরা ১১০

হজমী গুলি ১১৮

পাখিরা ১২৫

মাধুকাকার গল্প

মাধুকাকা বাবার দূর সম্পর্কের ভাই কিন্তু ছোটোবেলা থেকে অতি আপনার বলেই তাঁকে জানতাম। তিনি আমাদের সঙ্গে থাকতেন না, দেশের বাড়িতেও থাকতেন না। মাঝে মাঝে এসে উঠতেন কেবল আমাদের কাছে, এক-দু-মাস, তিন মাসও থাকতেন কখনও। ফের চলে যেতেন। শুনেছিলুম কম বয়স থেকেই ঘরে তাঁর মন টেকে নি, জাহাজের কাজ নিয়ে চলে গিয়েছিলেন সেই কবে— কোন্ জাহাজ, কেমন কাজ তার কোনো আন্দাজই আমাদের ছিল না। কিন্তু অনেক পরে-পরে এক-একবার যখন আসতেন, সঙ্গে থাকত আমাদের জন্যে নানান উপহার, আর রকমারি গল্প। মা ভারি খুশি হত মাধুকাকা এলে পরে, আমরাও। বাবা সন্ধ্যেবেলা ফিরে উঁকি দিয়ে যেতেন গল্পের আসরে— এবারে কোথা থেকে আসা হল মাধু? কী অ্যাডভেঞ্চার হল এবারে?

কথায় ছেদ পড়ে যেত হঠাৎ। ফের প্রশ্ন শুনি, তারপর? মাধু? কদ্দিন থাকা হচ্ছে এবারে?

গল্পের মাঝখানে ছট্‌ফট লাগত এ সময়টাতে।

গল্পের 'পরেই বেশি রকমের টান, কাজেই ফাঁক পেলেই ধরে পড়তুম গিয়ে, বলা বাহুল্য মারও অ-সায় তাতে ছিল না।

মাধুকাকার আসা কিন্তু একসময়ে কমেই আসতে লাগল। বেশ অনেক দিন পর-পর এক-একবার আচমকা এসে উদয় হয়। মা ব্যস্ত হয়ে ওঠে: কী হল ঠাকুরপো। পশ্চিমে সুজ্জি উঠল নাকি? মাধুকাকা উত্তর না করেই একটু হাসে, তারপর বিছানা-ব্যাগ খুলতে লেগে যায়। আর আগের সে জমাটি গল্পও যেন আর তেমন নেই। তার বদলে বাইরের উত্তপ্ত পরিস্থিতি, মারামারি-কাটাকাটি আর অকারণ তল্লাশী-হয়রানির কথা। শেষ বলে, আর না বৌদি, এবারে ইস্তফা দেব। এদ্দিন যা হল হল। এবারে বাকি দিনকটা এখানেই আয়েস করে কাটিয়ে দেব, কী বলো! তারপর বলে, অবিশ্যি তোমরা যদি রাখো। আমার আর আছেই বা কে তিন কুলে।

মা ঠোঁট উলটে বলে, ঠাকুরপো-র যত কথা। আজ বলছ, দেখ কদিন ফের মনে থাকে কথাটা।

আয়েস করার কথা মাধুকাকা বলতেই পারে, ছোটোর থেকেই তো দিনের পর দিন একটানা খালি নির্বান্ধব জলের পুরীতে, নয়তো বিদেশ-বিভুঁইয়ের অজানা অচেনা পথঘাট-লোকজনের ভেতর চলাচল। মাধুকাকা বলে, জাহাজে ঘোরা বলতে তোরা কী ভাবিস তা তো আঁচ করতে পারি। কিন্তু ভাবিস না সেই আগের দিনের দুনিয়ার নতুন নতুন সব দেশ-দেশান্তর ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে যাচ্ছি অজানায় ভয়ে-বিস্ময়ে দুরুদুরু বুকে— না রে! সে সব গত জন্মে সারা হয়ে গেছে। এখন যেখানে যাও খালি জাঁকালো জাহাজঘাটা আর জাঁহাবাজ সব লোক। কোথায় যে গেল সে সব দিন— একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে মাধুকাকা।

প্রথম যখন ঘর ছাড়ি তখনও যে কত নেশা ছিল— জলের নেশা, নতুন জায়গার চমক। হপ্তাভর বা মাসভর নাগাড়ে জল আর জলের পরে হঠাৎ দূর পাড়ের রেখা একসময়— তারপর যত এগোও— গাঙচিলের ঝাঁক আর নৌকোর গাঁতি, আর বোকাসোকা আগেকেলে লোকজন! খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলে, কবে যে কেটে গেল সে সব দিন!

বলল বটে, কিন্তু দু-চার দিনের মধ্যেই না বলে না কয়ে ফের উধাও হয়ে গেল মাধুকাকা। আচমকা এসে পড়ার চাইতেও আকস্মিক চলে যাওয়া। বাবা

বলেন, মাধুটা সেই একরকমই রয়ে গেল আগাগোড়া। ভদ্রতা-শিষ্টতারও কোনো ধার ধারে না। বোঝা যায় মাধুকাকার থাকার ইচ্ছেটা বাবার কানে গিয়েছিল, বোধ হয় তাঁর 'পরে মনে দুর্বলতাও ছিল একটুখানি। দেখি মাও গম্ভীর হয়ে গেছে।

কিন্তু সেই শেষ। সেই যে গেল, তো গেলই। তার কথাটাই ক্রমে ফিকে হয়ে আসছে যেন মনে। তর্‌তর্‌ করে বাড়ছি তখন। বোনের বিয়ে হয়ে গেল। দুটো পাশ দিয়ে আমিও ঢুকেছি চাকরিতে। বাবা চাকরির শেষে এখন সমান-সমান লোক জুটিয়ে নিয়ে ধর্মকর্ম করেন। মারও মন নেই আর তেমন সংসারে। এমনি কালে— হঠাতের চাইতেও হঠাৎ— আবার একদিন সন্ধ্যেবেলা এক্কেবারে সদর দরজার ওপরে— কে আবার? মাধুকাকার পুনরাবির্ভাব।

কিন্তু এ কেমন মাধুকাকা! চুল-দাড়ি পেকে গেছে, বুড়োটে মুখখানা, আগের সে হাসিখুশি ভাবটাও যেন নেই। আরো চোখে পড়ে ব্যাগ-বেডিং কিছু নেই সঙ্গে, এক্কেবারে ঝাড়া হাত-পা যাকে বলে। ব্যাপার কী!

মা ব্যস্ত হয়ে ওঠে— এ কী! ঠাকুরপো? এ কী হাল চেহারার? সঙ্গের জিনিসপত্তরই বা কোথায়? হোটেলে উঠেছ নাকি?

মাধুকাকা কথা না বলে একটু হাসল। কালচে ধরা কেমন যেন হাসি।

মা বলে, যাক এসেছ, এসে বোসো। কখন এসেছ? পেটে কিছু দিয়েছ নামবার পরে? আমার চোখদুটো কিন্তু বলছে—

চোখ আবার কী বলবে! মাধুকাকা বলে, খানিক ধরেছ, খানিকটা ধরতে পারো নি। হোটেলেই উঠতে হল, লোকজন রয়েছে সঙ্গে। জাহাজ দাঁড়িয়েছে একটা হাঁপ নেবার জন্যে, ছাড়বে যখন-তখন। ভাবলাম, আবার কবে দেখা হয় না হয়—

এখুনি চলে যাবে নাকি?

না গো না। সবে এলুম। কথা বলি দুটো। দু দণ্ড বসি। দাদা কোথায়?

মা বলে, কে জানে কোথায়! চাকরির পরে আছেন ধম্মকম্ম নিয়ে। সঙ্গীও জুটেছে— ভারী লাগে মার গলাটা।

মাধুকাকা হেসে উড়িয়ে দেয়। বলে, যাক! সে তো ভালোই। তারপর কত বড়ো হয়ে গেছে তোমার ছেলে। চাকরি করে— বাবা! কী রে গবুচন্দ্র? চাকরি-বাকরি নিয়ে খুব মুরুব্বি হয়ে গেছিস দেখছি।

পুরোনো দিনের ডাক। আমি গবুচন্দ্র তো মাধুকাকা নিজেই ছিল রাজা হবুচন্দ্র— গবুর সঙ্গে যত শলা-পরামর্শ। তারপর ওঠে মাধুকাকার ফুল-মার কথা। কতদিন ফুল-মাকে দেখি নি বলো তো। বিয়ে দিয়ে পরের ঘরে তুলে দিয়েছ তো? এরই মধ্যে বিয়ে দেয়ার কী হল? মাঝখান থেকে ফাঁকি পড়লাম বেচারা আমরা। নেমন্তন্নটা কিন্তু পাওনা রয়ে গেছে, ভোলো নি তো?

মা বলে, অজাত-বেজাতের সাথে জলে জলে ঘুরলে তো সারা জীবন। কী খেয়েছ না খেয়েছ, তুমিই জানো। নেমন্তন্ন কি রুচবে মুখে? উঠেছ তো হোটেলে। এখন পারো তো কাল থাকো এসে আমাদের সঙ্গে। সবাই থাকবে। কী খাবে, বলে যাও। দেখি যোগাড় হয় কি না।

মাধুকাকা বলে, এলেই হল। ব্যস্ততার আর কী। তবে কাল যাক। আজ এখন একটু চুপটি করে বোসো। কদ্দিন বাদে এলুম। দুটো কথা বলতে দাও। গবুচন্দ্রও আছে— ভালোই হয়েছে।

মা বলে, বেশ, গলাটা তো একটু ভিজিয়ে নাও— দাঁড়াও, একটু মিষ্টি জল নিয়ে আসি।

বড্ড ছটফট করছ বৌদি। গলা দিব্যি ভিজে আছে। এখন আর জলে কাজ নেই। বোসো একটু। এবারে কী হয়েছিল জানো রাস্তাতে? আর জানবেই বা কোত্থেকে! তারপর গম্ভীর হয়ে বলে, বড়ো বাঁচা বেঁচে গেছি এবারে বৌদি। কী! উসখুস লাগছে তো? চাও তো বলি তাহলে ঘটনাটা। দুজনেই উৎকর্ণ হয়ে না বসে আর উপায় থাকে না এর পরে। আর মাধুকাকা সেই আগেকেরে বৈঠকী ভঙ্গিতে শুরু করে—

শোনো তবে। এবারে যা হল সে আর বলার নয়। বলাও কখনও হয়তো হত না। নেহাৎ দাদা-বৌদির টান, আর সাতপুরুষের পুণ্যি। আমার দিকে চেয়ে বলে, কাগজে তো পড়েইছিস, কী সাংঘাতিক দুর্যোগটা হয়ে গেল। আধখানা দুনিয়া যেন তছনছ করে দিয়েছে। আর আমরা তখন কোথায়? আঁচ করা যাচ্ছে ব্যাপারটা? মানুষের এত বুদ্ধি সাধ্যি, যন্ত্রপাতি কারিগরি— কিসে কোন্‌টা কাজে লাগে? জাহাজ ঘুরপাক খাচ্ছে মাঝদরিয়ায়, আর চারদিকটা উন্মাদ হয়ে উলুটিপালটি খাচ্ছে চারিধারে। জল, আকাশ— কিচ্ছু বোঝা যায় না আলাদা করে— শুধু সাদায় সাদা, আর একটানা জলের এলোমেলো ঝাপটা— কিচ্ছু

করারও নেই। লোকগুনো পাগলের মতো এধার-ওধার আছাড় খেয়ে পড়ছে ডেকের উপর— বেঁচে না ম'রে, সে ধারণাটাও কারও নেই। অসাড় অসাড় যেন দেহের ভেতরটা—

তারপর একসময় কখন যে ভোজবাজির মতো মস্ত শান্ত একখানা আকাশ ভর্তি ঝকমকে তারা ফুটে উঠেছে, সেও আর কেউ খেয়াল রাখে নি। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দেখছে থমথম করছে কালো উজ্জ্বল তারাগুলো। আর নীচে শ্লেটপাথরের মতো কালো জল— জল আর আকাশ ভাগ হয়ে গেছে দুটো এতক্ষণে। আর তার ভেতর দিয়ে মোচার খোলার মতো ভেসে চলেছে আমাদের— কী যেন, ওই হল! মনপবনের নাও আর কী! ডেকের উপরে জাহাজের সব কটা লোক হাঁটু গেড়ে নিঃশব্দে বসে। চোখ ফেটে জল গলে পড়ছে যেন— ভগবান, বা অদৃষ্ট— কারও উপরে নিশ্চয় কৃতজ্ঞতায়।

হঠাৎ জাহাজের এক বুড়ো মেট তাল ভেঙে দিল। সে হঠাৎ বলে ওঠে, বেঁচে তো গেলুম, কিন্তু বাঁচা কি যাবে সত্যি, মনে হয়?

কেন? চারদিকের জল রাত্রি আকাশের একতান ছিঁড়ে গেল তার কথাতে। কেন? চমক লেগে চন্‌মন্ করে ওঠে অসাড় স্নায়ুগুলো। কাপ্তেনকে চোখে পড়ে, পাশে হেড মিস্তিরি মানে ইঞ্জিনীয়ার, বলে ওঠে, পরে বাঁচবে কি না পরের কথা, এখন তো বাঁচলে!

বাঁচলুম?

মিস্তিরি বলছে তখন, যন্ত্রপাতি বিকল, কম্পাস রাডার রেডিয়ো কিচ্ছু কাজ করছে না। কোথায় আছো, কোথায় ঠেকবে, না গুঁতো খেয়ে মরবে গিয়ে, জানো কেউ? বসে বসে সাগরের শোভা দেখ যতক্ষণ দেখতে পাও, দেখ।

শান্ত জল, আলো ফুটে গেল, নরম রুপোলি ঢেউয়ের কোঁকড়া রেখা মাঝে মাঝে। আর জাহাজ চলেছে জলের না কিসের টানে, কে জানে! দিক চেনার, দিক স্থির করার কোনো ক্ষমতা তো তার নেই। আর অসহায়ে অপেক্ষা করে বসে আছে ডেকের যত লোক— মিস্ত্রী মেট খালাসী কর্মচারীরা, খোদ কাপ্তেন। জানোই তো মালবওয়া জাহাজ আমাদের। মাল খালাস করে নিশ্চিন্ত ফিরছিল সবে। টাকাকড়ি পেয়ে ছুটি ভোগ করবে সব এবারে কদিন, মনে ফুর্তি— মাঝখানে হঠাৎ এই বিভীষিকা। এখন দেখ, থুম্বু মেরে বসে আছে সব জলের

দিকে মুখ করে— যেমন ভাবে বেঁচে গেছে, এখন তেমনি যদি ফের আর-একটা আশ্চর্য আরেকটা কিছু ঘটে যায়।

দিন গড়াতে থাকে। রোদ্দুর জলে ঠিকরে প'ড়ে চোখ ঝলসে দিতে থাকে। তাও কেউ নড়া-চড়ার নাম করে না। হঠাৎ একজন বলে উঠল, পাখি দেখা যাচ্ছে না?

তাই তো! পাখিই তো! একটা, দুটো, তারপর খানিকটা গিয়ে ঝাঁক পাখি চক্কর খেয়ে ঘুরছে দেখা যায়, ফের জলে গিয়ে বসছে আমোদ করে। আর দেখতে দেখতে ঘন সবজে একটা দাগও ভেসে উঠল দূরে জলের কিনারা দিয়ে।

জাহাজের বুড়োসুড়ো একটা লোক, খালাসীই হবে, চীন-টিনের কোথাও বাড়ি বলেছিল, এককালে বোধ হয় ছিল বাড়ি— বহুদিন কাজ করছে, সবাই সমীহ করে দাদু বলে— দাদু হঠাৎ বলে ওঠে, ড্যাঙাই বটে। দ্বীপ। হ্যাঁ দ্বীপই— দেখছ না জল ঘুরে গেছে এদিকে ওদিকে? তারপরই হঠাৎ সব দেখে মুখ তার ছাই মেড়ে গেছে কিছুর-একটা ভয়ে, বিড়বিড় ক'রে কী বকছে আপন মনে। কী হল দাদু? সবাই ঘিরে পড়ল তাকে। তার বিড়বিড়ানির যেটুকু মর্ম তারপর উদ্ধার হল, তাতে জানা গেল— অনেক ছেলেবেলায় জাহাজ নয়, নৌকোয় যখন সাগরে বেরোতো বাপদাদাদের সঙ্গে, তখন নাকি এইরকমই একটা অচেনা দ্বীপে এসে পড়েছিল একবার আচমকা ঝড়ে প'ড়ে। সেই দ্বীপ না? সেই দ্বীপটার মতোই তো লাগছে! কী সর্বনাশ! কত দিন থেকে কত কানাঘুষো শুনেছে আগে, ঘরে থাকতে। আর তারাই কি না বরাত-দোষে এসে পড়ল সেখানে! কী সাংঘাতিক রাজ্যি! প্রেত-পিশাচ-ভূতেদের নাকি দ্বীপ— সবাই বলত! খোদ সেখানেই ফের এসে পড়ল নাকি? অঢেল ধন রত্ন ঐশ্বর্য ছড়ানো। বড়ো বড়ো দালান, রাস্তাঘাট। অঢেল খাওয়া দাওয়া— বাইরে থেকে কিচ্ছু বোঝার উপায় নেই। কিন্তু জ্যান্তে যেতে পায় না কেউ, যদি না মায়ায় ভুলিয়ে কাউকে টেনে নিয়ে না আসে। তার কিন্তু আর ফেরাও নেই!

তোমরা ফেরো নি?

আমরা আর ফিরলুম কোথায়? বাপদাদারা তো পড়েই রইল। আমি একটা কিম্ভুত জানোয়ারের তাড়া খেয়ে পাড় বেয়ে বেদম ছুটে ঝাঁপিয়ে উঠি ভাঙা

নৌকোটাতেই, সেখানেই অচৈতন্য। জ্ঞান হতে দেখি সাহেবদের জাহাজের একটা কুঠরিতে শোয়া, তারা নাকি নৌকোর কাঠ আঁকড়ে জলভাসি একটা ছেলেকে তুলেছে নিয়ে তাদের জাহজে, ওষুধবিষুধ করে প্রাণে বাঁচিয়েছে। তারপর ঘরে তো আর ফিরি নি কখনও, সে ঘর আজ প্রায় ভুলেও গেছি। সেখান থেকেই তো এ জাহাজ সে জাহাজে কাজ বদলে বদলে এখন এই কোম্পানিতেই হয়ে গেল আজ এখন কত দিন—

তারপর? তারপর তোমাদের কী হল, মাধুকাকা? আমিই আর অধৈর্য চাপতে পারি না এতক্ষণে।

মাধুকাকা বলে, তারপর আর কী! লোকটা ঠিকই বোধহয় বলেছিল। কিন্তু কী করা! দ্বীপেই নামলাম গিয়ে অনুপায়ে। জাহাজ সারাই না করে তো আর ফেরার উপায় নেই! তারপর দল বেঁধে ঢুকেও পড়লুম দ্বীপের মধ্যে। কী বলব সে রীতিমতো জাঁকালো শহর। চওড়া রাস্তা, ঝলমলে দোকান, দালান দুধারি, রাস্তায় লোকজন চলছে— ঘোড়া, গাড়ি— না রে, মটোরগাড়ি বিজলিবাতিটাতি কিছু নেই রে, আগের দিনের সব শহরের মতো। লোকজনের কেতাও ঠিক যেন সেই তেমনি—

এখানে কি আর যন্ত্রপাতি কারিগর-মিস্ত্রী কিছু মিলবে না? না মিললেও পেটে কিছু পড়ুক তো আগে। সে নিশ্চয় মিলবে। তারপর— জাহাজটাও আছে। ওস্তাদ মিস্ত্রী-ইঞ্জিনীয়রও আছে জাহাজের— সবাই মিলে হতে লাগিয়ে জোড়াতাড়া সারাইয়ের চেষ্টা তখন দেখা যাবে।

একটা খাবার দোকানও মিলে গেল। আর দেখতে পেয়ে হৈ হৈ করে তো ওঠাও গেল দোকানে। কিন্তু এ কী আশ্চর্য। কেউ আমাদের খেয়ালই করে না। খাবার চাই ব'লে উঁচু গলা করে ডাকছিও বটে। বসলাম গিয়ে ফাঁকা জায়গা দেখে। তাও কেউ খেয়ালই করে না। শেষে, কী করা! নাচার হয়ে নিজেরাই থালা গেলাস তুলে নিয়ে হাতে করে খাবার নিয়ে নিয়ে গিয়ে বসি যে যার। দিব্যি খাওয়া বলতে হবে, খাচ্ছিও বসে বসে, কিন্তু আশ্চর্য দেখ, কেউ তাকায়ও না সেদিকে, কেউ আমাদের খেয়ালই করে না। না করুক। পেটটা তো ভরুক আগে!

খেয়ে দেখে হাতমুখ ধুয়ে-মুছে নামলুম এসে ফের রাস্তায়। কেউ দামও

চাইলে না। চাইলেও দিতে পারতুম কিনা সন্দেহ কেননা এখানকারের টাকা-পয়সা কোন্ ধারা জানি না। যাক গে। না চেয়েছে না চেয়েছে, আপদ গেছে। রাস্তায় নেমে হাঁটছি। কথা বলতে বলতে হাঁটছে দুপাশে লোক, রাস্তার পাশে জটলা করছে— দুটো তিনটে লোকে বচসা বাধিয়েছে একটা দোকানের সামনে, ঘোড়ার গাড়ি থামিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে গিয়ে চাপল বোধ হয় ভাড়া ঠিক করে— কিন্তু কারও কোনো কথার একটা বর্ণ যদি বুঝতে পারি। আর আমরা যে যাচ্ছি— মুখ বুজে তো যাচ্ছি না! কিন্তু কেউ ফিরেও তাকায় না। দাদুর পাশে গিয়ে বলি, কেমন দাদু, এই জায়গাটাই নাকি? সে বলে, কী জানি দাদা, মালুম হচ্ছে না। তবে সেবারে লোকগুনোকে ভালো করে দেখাও হয় নি, ভয়েই সিঁটিয়ে ছিলাম। কিন্তু জানোয়ার চরছিল, পষ্ট খেয়াল আছে। একটা কিম্ভুত জানোয়ারে এমনি ধাওয়া দিলে—

আর সে বাপদাদাদের বা কী যে হল—

বলি, তাহলে তোমরা সদরের দিকটাতে ওঠো নি। উঠেছিলে দ্বীপের পতিত জঙ্গলের দিকটাতে।

তা হতে পারে, তবে সে আজকের কথা তো নয়? আর বাপদাদাদের বা কী হল তারপর, কে জানে!

তুমি তো আর ঘরে ফিরে যাও নি। তারাও হয়তো কোনোরকমে ফিরেছিল, হয়তো তোমার তালাশও লাগিয়েছে তারপর অনেক দিন? ভালো কথা, প্রেত-পিশাচ-ভূতের দ্বীপে তাদের দেখেছিলে কারোকে? কেমন দেখতে সব? ছবিতে যেমন দেখি?

কী জানি দাদা, আমার কেমন যেন লাগছে এখন, মাথাটা গুলিয়ে গেছে।

ততক্ষণে আমরা একটা রকমারি দেখনাই জিনিসের দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। যে যা ভাবে ভাবুক, পছন্দসই জিনিস তুলে নিচ্ছে যে যার মতো— বাড়িতে নিয়ে যাবে। কিভাবে ফিরবে তার হদিশ নেই, কিন্তু বাড়িতে কিছু নিয়ে যাবার সাধ ষোলো আনা—

তারপর? আমার অধৈর্য কিন্তু আর কিছুতে বাধা মানছে না। মাধুকাকা হাসে আমার দিকে ফিরে। মা বলে, ছটফট করিস না, বলতে দে পুরোটা—

আমার তাও অশান্তি। এত লোকজন গাড়ি ঘোড়া দোকান পসার— তোমরাও

কিছু ছায়ার মতো মিলিয়ে চলছ না— কিন্তু একটা লোকও কিছু বলছে না কেন তোমাদের।

মাধুকাকা বলে, সেইটে তো আমাদেরও প্রশ্ন। জিনিস নেয়া মাথায় উঠেছে। কাপ্তেনের পাশে গিয়ে একসময় বলি, পেটে তো কিছু পড়েছে। জায়গাটা ছাড়াই জরুরি, যত তাড়াতাড়ি পারি—

দেখলুম, কাপ্তেনের মুখও গম্ভীর। সবাইকে তখুনি জাহাজে ফেরার হুকুম দিয়ে দিলেন তিনি। বললেন ফিরেই এখুনি সারাইয়ের কাজে লেগে পড়তে হবে। নয়তো যে করে হোক, পাল খাটিয়ে হাল ফিট করে পুরোনো মতেই ফেরার চেষ্টা দেখতে হবে। যারা আছে সবাই পুরোনো জাহাজী, একটা না একটা দিশা নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

ফেরার সময় দরকার বুঝে লণ্ঠন কটা ভাগ্যিস তুলে নেয়া হয়েছিল! সে দিন ভররাত, পরদিন রাত দিন তারও পর অনেকখানি খাটনি-কসরৎ করে জাহাজটাকে কোনোমতে চালু তো করা গেল—

তারপর? তারপর অদিন কি আর চিরদিন থাকে। একটা নতুন বন্দরে গিয়ে ওঠাও গেল একসময়। খোল-নলচে পালটে আবার নতুন ঝকঝকে হয়ে উঠল জাহাজ— সব রেডি— এবার আবার কাজে নামার পালা—

মাধুকাকা বলে, তার আগে আমিই বললাম, একবার দেখা না করে গেলে মনটা তো শান্তি হবে না আমার, জানি না কে কেমন আছে সব এখানে এতদিনে। বলতে, ইচ্ছে মঞ্জুর হওয়া মাত্রে, দেখছিস তো এসে পড়লুম কেমন সরাসরি—

মাধুকাকা হঠাৎ চুপ করে গেল তারপর।

গল্প শেষ হয়ে গেল নাকি? না না পরেরটুকুও বলো মাধুকাকা। দেশটা কোথায়? আরেকটু বলো না জায়গাটার কথা। ম্যাপে ওঠে নি কি এতদিনেও? কাপ্তেন জানতে পারে নি? তোমরাও কিছু জানতে চেষ্টা করো নি।

মা ইতিমধ্যে কখন উঠে গিয়ে ঘরে যা ছিল— মিষ্টি ফল একটুখানি নিয়েসেছে চট করে। মাধুকাকা কিন্তু সেদিকে তাকায় না। খালি বলে, আর সময় নেই, মাপ করো বৌদি। ফিরতে হবে এখ্খুনি। সব অপেক্ষায় বসে আছে। আর কথা শেষ করার আগেই শুনি বাইরে কড়া নাড়ার আওয়াজ—

তোমাদের জাহাজের কেউ নাকি আবার? এখুনি ডাক পড়ে গেছে দোর